২৬/৭/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ........
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## শিক্ষা বোর্ডসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ

দেশের সাতটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৫,৭১,৯২৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩৭,৬২১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮২,৫৪৭ জন, তৃতীয় বিভাগে ২০,০৪৪ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় ৯,১৪৬ জন সর্বমোট ১,৪৯,৩৫৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এইচএসপি পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে যায় তখন প্রয়োজন হয় পাসের সার্টিফিকেট। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরপরই 'টেকনিক্যাল' কারণে মূল সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভবপর না হওয়ায় পাসের সাময়িক সনদপত্র বা পিপিসি বিকল্প হিসেবে গৃহীত হয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বোর্ড অফিস থেকে তাদের পিপিসি সংগ্রহ করা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ও কাষ্টসাধ্যও বটে। পরীক্ষা নম্বর ফর্দের মত সাময়িক সনদপত্রও যদি কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণভাবে উপকৃত হতো। আমার ধারণা মতে, প্রতিটি সাময়িক সনদপত্রের জন্য সর্বোচ্চ খরচ দশ টাকা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বোর্ডের আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য প্রতিটি সনদপত্রের জন্য বিশ টাকা ধার্য করা যায়। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বাড়তি কোন চাপও পড়বে না। পরীক্ষার টেব্যুলেশন শীট নম্বর ফর্দ ও সাময়িক সনদপত্র বোর্ড অফিস থেকে বিতরণের পরিবর্তে বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি জেলা সদরের কোন কলেজে এগুলো পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন কলেজগুলোতে খুব সহজেই পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারতো। এতে বোর্ডের সুনাম বৃদ্ধি পেত বৈ কমতো না। এ ব্যাপারে সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—প্রফেসর খোন্দকার খলিলুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
রাজশাহী